**A. ডাকা (যাত্রাপুস্তক ৩)**

**🔥 পুড়ন্ত ঝোপ (যাত্রাপুস্তক ৩:১-৬)**

— মিদিয়ানে মোশির অতিবাহিত ৪০ বছর সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়: তিনি বিবাহ করেছিলেন, তাঁর দুটি পুত্রসন্তান হয়েছিল, এবং তিনি শ্বশুরের জন্য একজন রাখাল হিসেবে কাজ করতেন। এই সময়ে তিনি নিজেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত করেন—ইয়োব ও উদ্ভব (আদি পুস্তক)। এই গ্রন্থগুলো মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপলব্ধি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এক মুহূর্তেই সবকিছু বদলে যায়।
— হোরেবে (সিনাই পর্বত) মোশির সামনে ঈশ্বরের এক দূত একটি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে উপস্থিত হন (যাত্রাপুস্তক৩:১-৩)। কিন্তু এই দূত আসলে কে ছিলেন? — তিনি স্বয়ং ঈশ্বরই ছিলেন (যাত্রা ৩:৪)।দেহধারণ করার আগেও যিশু বারবার “প্রভুর দূত” রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন (আদি ২২:১১-১৭; বিচারক ৬:১১, ১৬; ১৩:১৭-২২; সখরিয় ৩:১-২)।
— মোশির সাথে কথা বলার সময়, ঈশ্বর নিজেকে অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের ঈশ্বর হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। ধারণাটি স্পষ্ট ছিল: ঈশ্বর এই পিতৃপুরুষদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে এবং ইস্রায়েলকে কনান দেশ দেওয়ার জন্য নেমে এসেছিলেন (আদিপুস্তক ১২:৭; ২৬:৩; ৪৮:৩-৪)।

**📜 ঈশ্বরের আদেশ (যাত্রাপুস্তক ৩:৭-১২)**

— ঈশ্বর নিজেকে একটি কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করেন; তিনি ব্যবহার করেন কাজের ক্রিয়া: *দেখেছি*, *নেমে এসেছি*, এবং *উদ্ধার করব* (যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)।
১) **দেখেছি:** ঈশ্বর মানুষের কষ্টে উদাসীন নন। তিনি সবকিছু দেখেন। বিশেষ করে নিজের লোকদের প্রতি করা অন্যায় ও কষ্ট তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন (২ রাজা ৯:২৬)।
২) **নেমে এসেছি:** ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় নন। তিনি আমাদের মাঝে নেমে এসে বাস করেন ((যাত্রাপুস্তক. ২৯:৪৫; যোহন ১৪:১৬-১৭)।
৩) **উদ্ধার করব:** ঈশ্বর তাঁর সময়ে আমাদের মুক্ত করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন (যিরমিয় ২৯:১১)।

— মোশির কাছে তাঁর পরিস্কার আদেশ ছিল: মিশরে যাও এবং আমার লোকদের সেখান থেকে বের করে আনো (যাত্রাপুস্তক ৩:১০, ১২)।
— মোশি এই দায়িত্বে পুরোপুরি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আগের মতো নিজের শক্তিতে কিছু করার আগ্রহ বা সাহস ছিল না। তিনি শুধুমাত্র বলতে পারলেন, “আমি কে?” (যাত্রাপুস্তক ৩:১১)।
— অহংকার বিনীততায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তখনই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

**🌟 ঈশ্বরের নাম (যাত্রাপুস্তক ৩:১৩-২২)**

— প্রতিটি মিশরীয় দেবতার একটি নাম ছিল, কিন্তু ইস্রায়েল "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর"-এর উপাসনা করত (যাত্রাপুস্তক ৬:৩)। শতাব্দীর মিশরীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ইস্রায়েলীয়রা জানতে চাইলেন—তাদের উদ্ধারকারীর নাম কী (যাত্রাপুস্তক ৩:১৩)?
— সেই সময় নাম ছিল চরিত্রের প্রতীক। ঈশ্বর নিজেকে পরিচয় দেন তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য দিয়ে: **‘ehyeh’** (আমি আছি)। তিনি চিরন্তন, ছিলেন, আছেন, এবং থাকবেন। তিনি “আমি যে আছি তাই” (যাত্রাপুস্তক ৩:১৪)।
— সময়ের সঙ্গে এই নামের উচ্চারণ হারিয়ে যায়। ঈশ্বর এটি অনুমতি দেন কারণ নাম নয়, **চরিত্রই আসল**।
— তিনি আমাদের প্রয়োজনে নিজেকে আমাদের কাছে তুলে ধরেন: আমরা তাঁকে ডাকতে পারি “রক্ষক,” “চিকিৎসক,” “সংস্থানকারী,” “পিতা,” অথবা “ভালোবাসা” নামে।
— গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈশ্বর চান আমরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুভব করি।

**B. দায়িত্ব পালন (যাত্রাপুস্তক ৪):**

**🙁 অজুহাত ও পাল্টা প্রতিশ্রুতি (যাত্রাপুস্তক ৪:১-১৭)**

— ঈশ্বরের দায়িত্ব না নেওয়ার আগে মোশি চারটি "নিখুঁত" অজুহাত দেন। প্রতিটির উত্তরে ঈশ্বর একটি করে প্রতিশ্রুতি দেন:

| **অজুহাত** | **প্রতিশ্রুতি** | **প্রয়োগ** |
| --- | --- | --- |
| “আমি কে?” (৩:১১) | “আমি তোমার সঙ্গে থাকব” (৩:১২) | ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব পূরণ করার ক্ষমতা আমাদের নিজের মধ্যে নয়, বরং এই সত্যে নিহিত যে ঈশ্বর নিজেই আমাদের শক্তি জোগান। তিনি যেমন মোশির সঙ্গে ছিলেন, তেমনি আমাদের সঙ্গেও থাকবেন। |
| “তোমার নাম কী?” (৩:১৩) | “আমি যে আছি তাই” (৩:১৪) | ঈশ্বর চিরন্তন, বিশ্বস্ত, এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। |
| “তারা আমার কথা বিশ্বাস করবে না” (৪:১) | “তারা তোমার নিদর্শন দেখে বিশ্বাস করবে” (৪:৮) | ঈশ্বর মোশিকে অলৌকিক শক্তি দেন এবং মানুষের অন্তরে বিশ্বাস জাগান। যিশুও আমাদের একই প্রতিশ্রুতি দেন (মার্ক ১৬:১৭-১৮)। |
| “আমি ভালোভাবে কথা বলতে পারি না” (৪:১০) | “আমি তোমাকে শেখাবো তুমি কী বলবে” (৪:১২) | যিনি জিহ্বা সৃষ্টি করেছেন, তিনি প্রয়োজনীয় কথাগুলো সময়মতো আমাদের মনে এনে দেবেন (যাত্রাপুস্তক ৪:১১; লূক ১২:১১-১২)। |

— অবশেষে ঈশ্বর বলেন: “আর অজুহাত নয়; তুমি পারবে এবং তুমি করবে” (যাত্রাপুস্তক ৪:১৪-১৭)।

**🐪 মিশরে ফেরা (যাত্রাপুস্তক ৪:১৮-৩১)**

— মোশি প্রথমে তাঁর শ্বশুরের অনুমতি নেন (৪:১৮) এবং তাঁর পরিবার নিয়ে যাত্রা শুরু করেন (৪:২০)।
— পথে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটে: ঈশ্বর মোশিকে হত্যা করতে চান (৪:২৪)।
— সিপ্পোরা বুঝতে পারেন কী ঘটছে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেন: তিনি তাদের পুত্রকে খৎনা করেন (৪:২৫)।
— মোশি (স্ত্রীর প্রভাবে) নিজের পুত্রকে খৎনা করাননি, যা ঈশ্বরের সঙ্গে করা চুক্তিভঙ্গ ছিল (আদি ১৭:১০)।
— ঈশ্বরের স্পষ্ট আদেশ মানতে অস্বীকৃতি মোশিকে নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য করে তুলেছিল। এই সমস্যা মেটাতে হতো, তবেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারতেন।